অল্প অল্প জ্বর কেন হয়?

জ্বরের রকমফের আছে। অনেকের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। আবার কারও ছেড়ে ছেড়ে জ্বর আসে। অনেক সময় হালকা জ্বর থাকে গায়ে, যেটির যন্ত্রণা বেশ কয়েক দিন বইতে হয়।

জ্বরের মাত্রা বহু রোগের নির্দেশ করে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়েছেন ইবনে সিনা ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড কনসালটেশন সেন্টারের বক্ষব্যাধি ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা. মো. আজিজুর রহমান।

জ্বর নিজে কোনো রোগ নয়, অনেক রোগ প্রকাশ পায় জ্বর রূপে। সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা হলো ৯৮.৬ ফারেনহাইট। যখন শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাকে জ্বর বলে। অল্প অল্প জ্বর বলতে যখন শরীরের তাপমাত্রা থার্মোমিটারে ৯৯ থেকে ১০১ ফারেনহাইটের মধ্যে থাকে।

শরীরে দীর্ঘদিন (দুই সপ্তাহের বেশি) অল্প অল্প জ্বর থাকতে পারে যে রোগে—

যক্ষ্মা – লিস্ফোমা – কালাজ্বর, ম্যালেরিয়া – এইচআইভি ইনফেকশন - শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ফোড়া যেমন- ফুসফুসে ফোড়া, লিভারের ফোড়া
– কানেকটিভ টিস্যু রোগ যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাটিস, এসএলই – থাইরয়েড রোগ যেমন- হাইপারথাইরয়জ্জিম – কৃত্রিম জ্বর – ওষুধজনিত জ্বর – আরও অন্যান্য কারণে যেমন- ফুসফুসে ক্যান্সার, লিভার ক্যান্সার, কিডনি ক্যান্সার।

দীর্ঘদিন জ্বর থাকলে তার অন্তর্নিহিত কারণ জানার জন্য রোগীর কাছ থেকে বিস্তারিত ইতিহাস নিতে হবে, জ্বর কখন আসে, কীভাবে আসে, কীভাবে চলে যায়, দিনের কোনো ভাগে বেশি জ্বর থাকে, জ্বরের সঙ্গে অন্য কোনো উপসর্গ আছে কিনা।

যেমন— দীর্ঘদিনের অল্প অল্প জ্বর, বিকালের দিকে আসে, রাতে থাকে, সকালে কমে যায়, ঘাম দিয়ে জ্বর ভালো হয়ে যায়, সঙ্গে দুই সপ্তাহের বেশি কাশি থাকে, কখনও কখনও কাশির সঙ্গে রক্ত যায়, শরীরের ওজন কমে যায়, খাবারে অরুচি থাকে, যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে বসবাসের ইতিহাস থাকে, তা হলে সন্দেহ করা হয় তার যক্ষ্মা হয়েছে।
দীর্ঘদিনের জ্বরের ইতিহাসের সঙ্গে রাতে শরীর ঘামানোর ইতিহাস, ক্ষুধামন্দা, শরীরে চুলকানি, জন্ডিসের ইতিহাস, শরীরের বিভিন্ন

জায়গায় গ্লান্ড ফুলে যাওয়ার ইতিহাস থাকলে লিস্ফোমা সন্দেহ করা হয়। অল্প অল্প জ্বরের সঙ্গে ডান দিকের ওপরের পেট ব্যথা, মাঝে মধ্যে পাতলা পায়খানার ইতিহাস, পরীক্ষা করে যদি জন্ডিস, লিভার বড় পাওয়া যায় তা হলে সন্দেহ করা হয় লিভারে ফোড়া হয়েছে। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর, ঘাম দিয়ে জ্বর কমা, দুর্গন্ধযুক্ত হলুদ রঙের কাশি থাকলে সন্দেহ করা হয় ফুসফুসে ফোড়া হয়েছে।

দীর্ঘ দিনের জ্বরের সঙ্গে যদি খাবারে রুচি স্বাভাবিক থাকাসত্ত্বেও ওজন কমে যায়, যে স্থানে জ্বর হয়েছে সেখানে বসবাসের ইতিহাস, মাটির ঘরে মেঝেতে থাকার ইতিহাস, পাশে গরুর ঘর থাকার ইতিহাস থাকলে এবং পরীক্ষা করে রক্তশূন্যতা, পেটের উপরিভাগে চাকা থাকলে সন্দেহ করা হয় কালাজ্বর।

দীর্ঘদিনের জ্বরের ইতিহাসের সঙ্গে গিঁটে গিঁটে ব্যথা এবং সকালে ঘুম থেকে জাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যথা বেড়ে যায় এবং মুখে ঘা, গায়ে লাল লাল দাগের ইতিহাস থাকলে কানেকটিভ টিস্যু রোগ যেমন-রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, এসএলই হয়েছে সন্দেহ করা হয়। তাই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে সঠিক ইতিহাস দিয়ে এবং সঠিক পরীক্ষা- নিরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করে বেশিরভাগ জ্বর ভালো করা সম্ভব।

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ২ টি ভেন্টিলেটর হস্তান্তর

ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ২টি ভেন্টিলেশন সিস্টেম হস্তান্তর করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে হাসপাতালের মিলনায়তনে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। হাসপাতালের তত্ত্বাবোধায়ক ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুর্কি রাষ্ট্রদূত মোস্তফা উসমান তুরান।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানী দেবনাথ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক রাজিবুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর

সার্কেল) আবুল বাশার, জাহেদী ফাউন্ডেশনের নির্বাহী সদস্য কাউয়ূম শাহারিয়ার জাহেদী হিজল।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবোধায়ক ডাঃ সৈয়দ রেজাউল ইসলামের কাছে ভেন্টিলেটর হস্তান্তর করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত তুর্কি রাষ্ট্রদূত মোস্তফা উসমান তুরান।

এ ভেন্টিলেশনের মাধ্যমে করোনা আক্রান্ত গুরুতর রোগীদের সুচিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হবে বলে জানান আয়োজকরা।

বার্ধক্যে অবসাদ দূর করতে জেনে নিন করণীয়

আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্ম গুচ্ছ পরিবার দেখে বড় হয়েছেন। স্বভাবতই তাদের মধ্যে একটা নীরব অপ্রকাশিত প্রত্যাশা রয়েছে যে বৃদ্ধ বয়সে তারা ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনিদের সঙ্গে সময় পার করবেন।

কিন্তু বর্তমানে পেশাগত কারণে চাকরিজীবী ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দূরে সেটেল্ড (স্থায়ী) হয় (একটা বড় অংশই বিদেশে)।

সন্তান-সন্ততি দূরে চলে যাওয়ার ফলে অনেক বাবা-মাকে একাকিত্ব বরণ করতে হয়। একাকিত্বের মাঝে বসে তারা যখন জীবনের সব হিসাব-নিকাশ-প্রত্যাশা মেলানোর চেষ্টা করেন তখন আর হিসাব মেলে না। তাদের জীবনে তখন ভর করে অবসাদ। স্বামী বা স্ত্রী হারানোদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি হয় আরও দুর্বিষহ।

গত বুধবার রাতে আবু মহসিন খানের (ঢাকাই ছবির নায়ক রিয়াজের শ্বশুর) ফেইসবুক লাইভে আত্মহত্যার খবর দেখে ভীষণ ভয় হচ্ছে। উনি যা যা বলে বলে আত্মহত্যা করেছেন তা আসলে বর্তমানে আমাদের দেশের অধিকাংশ বয়স্ক মানুষের জীবনের আত্মকথন।

‘আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়’ —এ বাক্যটা উপদেশ হিসেবে দেওয়া যতটা সহজ, যে কিনা ক্রনিক ডিপ্রেশনে ভোগেন তার জন্য তা মেনে চলা ততটাই কঠিন। প্রশ্ন হলো— ব্যক্তি হিসেবে তাদের জন্য আমরা কি

করতে পারি?

প্রথমত কখনও আমাদের নিজের চিন্তাধারা দিয়ে অন্য কারও পরিস্থিতি বিবেচনা করতে চাওয়াটা উচিত না। আমরা খুব সহজেই বলে দেই, ‘আরে টেনশনের কিছু নেই, এটা কোন ব্যাপার হলো!’।

হয়তো বা আপনার কাছে এটি কোনো ব্যাপার না; কিন্তু যিনি ডিপ্রেশনে আছেন তিনি এ কথা শুনে আরও হীনমন্যতায় ভুগতে পারেন। তার সমস্যাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন। কারও কাছে নিজের সমস্যা প্রকাশ করতে পারাটাও আসলে অনেক বিশাল সাপোর্ট হিসেবে কাজ করে। যেহেতু আপনি প্রফেশনালি ট্রেইন্ড না, কোনো পরামর্শ দিতে গেলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

দুই. মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করছেন, তাদের দরকার কাজের পরিধি বাড়ানো। বয়স্কদের দিকেও নজর দেওয়া ও তাদের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া। বয়স্ক নারী ও পুরুষের শারীরিক পরিবর্তন যেমন মেনোপজ বা দুরারোগ্য ব্যাধিও যে বিষণ্নতার কারণ হতে পারে মানুষকে এই ব্যাপারে অপেক্ষাকৃত তরুণদের সচেতন করা।

কিছু প্রচলিত বাক্য যেমন ‘বুড়া হইছে তো তাই মাথাটাও গেছে’, ‘বয়স দিন দিন মনে হয় কমে’ থেকে বের হয়ে আসতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা। এ ধরনের কথাবার্তা বয়স্কদের আবেগ-অনুভূতি প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে সামাজিক পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে।

তিন. আমাদের দেশে ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা-মা অবসরে গেলে অন্য কোন কাজে যোগ না দিয়ে শুধু আরাম আয়েশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মানুষের জীবনে ব্যস্ততা প্রয়োজন। চাকরি জীবনে সারাদিন অফিস করে বাসায় আসলে যতটা প্রাধান্য পেতেন। রিটায়ারমেন্টের পর সারাদিন ঘরে থাকলে দেখা যায় সে পরিমাণ প্রাধান্য পাচ্ছেন না (যা খুবই স্বাভাবিক)। হুট করে এ পরিস্থিতির সঙ্গে মানাতে গিয়ে অনেকেই হীনমন্যতায় ভোগেন। ভাবেন, ‘চাকরিতে থাকতে আমাকে অনেক সম্মান ও আদর-আপ্যায়ন করা হতো, এখন আর কেউ আগের মতো ভালোবাসে না’।

চার. আপনি যদি পিতামাতার কাছ থেকে দূরে থাকেন, তা হলে চেষ্টা করুন সবসময় তাদের খোঁজখবর রাখতে। বেশি না, প্রতিদিন এক-দুই মিনিটই যথেষ্ট। যদি তাও ম্যানেজ করতে না পারেন তা হলে অন্তত সপ্তাহের ছুটির দিনে কথা বলুন। আর যদি তাও না পারেন, তা হলে আপনার আশপাশে যার বাবা-মা নেই তাদের সঙ্গে একটু কথা বলুন; তারা

হয়তো তাদের বাবা-মায়ের সঙ্গে একবারের জন্য কথা বলতে হাজারও মাইল পাড়ি দিতে রাজি। তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝবেন আপনি এখনও কতটা ভাগ্যবান।

পাঁচ. বয়সকালে কেউ স্বামী অথবা স্ত্রী হারালে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যিনি বেঁচে থাকেন তিনি চূড়ান্ত একাকিত্বে ভোগেন। আমাদের সমাজে বৃদ্ধবয়সে বিয়ে করাটা এক ধরনের ট্যাবু। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনার বাবা অথবা মা হওয়ার আগে তারা একেকজন মানুষ। যৌন চাহিদার চেয়ে পারস্পরিক সাহচর্যটা এ ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। সে বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত।

ছয়. আমাদের দেশে একটা প্রবণতা আছে— বাবা-মায়েরা আমৃত্যু ছেলেমেয়েদের জন্য স্যাক্রিফাইস করে যাবেন। অনেক পিতামাতা নিজের জন্য কোনো সঞ্চয় না রেখে সব কিছু ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের জন্য খরচ করে ফেলেন, অনেকে আবার সঞ্চিত সব অর্থ ছেলেমেয়েদের হাতে তুলে দেন। এ দুটি বিষয়ই বয়সকালে তাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে। একেবারে অর্থশূন্য হয়ে পড়ার কারণে অনেক সময় চিকিৎসা বা দৈনন্দিন খরচের জন্য তাদের ছেলেমেয়ের কাছে হাত পাততে হয়, যা কিনা একপর্যায়ে তাদের জন্য যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে।

সুতরাং নিজের শেষ বয়সের চিকিৎসা, প্রাত্যহিক ব্যয় ও বিনোদনের জন্য পরিমিত অর্থ হাতে রাখাই পিতামাতার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ।

বয়স্করা সম্ভব হলে নিজেদের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে সম্পৃক্ত করতে পারেন। অন্যের মুখে হাসি দেখতে পাওয়াটা অনেকটা নেশার মতো। হয়তোবা এখান থেকে অন্যের উপকারের পাশাপাশি সেলফ সেটিসফেকশন বা জীবনের নতুন লক্ষ্য খুঁজে পেতে পারেন। চাকরি বা সংসারের ঘানি টানতে টানতে হয়তো বা জীবনের অনেক ইচ্ছাই পূর্ণতা পায়নি, অবসর সময়ে সে অপূর্ণ শখ পূরণের চেষ্টা করতে পারেন।

লেখক: জাফর আহমেদ
স্টোনি ব্রুক বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাষ্ট্র।
ও
সানজিদা সুলতানা রুপা
কাউন্সেলিং সাইকোলজি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

চুয়াডাঙ্গায় গত ২৪ ঘন্টায় ৪২ জন করোনা আক্রান্ত

চুয়াডাঙ্গায় ধাপে ধাপে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। কমেছে মৃত্যুর সংখ্যা ।

চুয়াডাঙ্গায় বৃহস্পতিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪২ জন। চুয়াডাঙ্গায় মোট ২০৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গায় করোনায় মারা গেছেন ১৮৯ জন এবং জেলার বাইরে ২০ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪২ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন।এই নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭ হাজার ৯ জনে।

চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগ বৃহস্পতিবার ২৭৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করেছে । এ সময় ৪২ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এই নিয়ে জেলায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৭ হাজার ৯ জনে। বৃহস্পতিবার নতুন করে ৩ জন করোনা রোগী সুস্থ হয়েছেন ।

এ নিয়ে জেলায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৬ হাজার ৮০২ জন।বর্তমানে সক্রিয় রোগীর মধ্যে হাসপাতালে রয়েছেন ৪ জন । চুয়াডাঙ্গা সিভিল সার্জন ডা. মোঃ সাজ্জাৎ হাসান আরো বলেন, গত ২৪ ঘন্টায় চুয়াডাঙ্গা করোনা আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা শতকরা ১৫.২১ শতাংশ।

মেহেরপুরে স্বাস্থ্য সচেতনতায় মাস্ক ও লিফলেট বিতরণ ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশের

“আপনার মাস্ক কোথায়” নামক একটি ক্যাম্পেইন তারই ধারাবাহিকতায় ৩ হাজার পিস মাস্ক ও জনসচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করেছে ভলান্টিয়ার

ফর বাংলাদেশ নামের একটি সংগঠন।

বুধবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, মেহেরপুর, সহকারী কমিশনারের কার্যালয় (ভূমি), মেহেরপুর থানা, ফায়ার সার্ভিস অফিস, উপজেলা পরিষদ, মেহেরপুর পৌরসভা, হোটেল বাজার জামে মসজিদ, কলেজ মোড়, গো হাট সহ বিভিন্ন জনবহুল স্থানে এ কার্যক্রমকে সাধুবাদ জানিয়েছেন আবু সাইদ সহকারী কমিশনার (ভূমি), মেহেরপুর এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

ক্যাম্পেইনে উপস্থিত ছিলেন ভলান্টিয়ার ফর বাংলাদেশ মেহেরপুর জেলা শাখার সহ- সভাপতি তানজীমুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আশিক রাব্বি , নাজমুস সাকিব আকাশ, বাপ্পি, মাসুম বিল্লাহ, ইসতিয়াক, আব্দুল্লা, শ্রেয়া, মিম, মাহি, যতি, তাহমিদ, আকাশ, নাফিউল, শিহাব, শ্রাবনী, উজ্জল প্রমুখ।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করলেন সিভিল সার্জন

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স্র পরিদর্শন করলেন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানী দেবনাথ।

সোমবার বেলা ১১টায় পরিদর্শনে গিয়ে ভর্তি থাকা রোগীদের চিকিৎসার সার্বিক খোঁজখবর নেন ও হাসপাতালের বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করেন।

এসময় উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃপঃ কর্মকর্তা রাশেদ আল মামুন,আবাসিক মেডিকেল অফিসার সুজায়েত হোসেন, স্টোনোগ্রাফার নজরুল ইসলাম সহ হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক,নার্স ও কর্মচারীগন উপস্থিত ছিলেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন শৈলকুপা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শাহীন আক্তার পলাশ সহ অন্যান্য সাংবাদিকবৃন্দ।

হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে কবিরপুরে অবস্থিত খুরশিদা মেমোরিয়াল হাসপাতাল পরিদর্শন করেন এবং লাইসেন্স না থাকায় মৌখিকভাবে তা

বন্ধ করার নির্দেশ দেন ।

মেহেরপুরে ২৬ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরও ২৬ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। নতুন আক্রান্তদের মধ্যে সদরে ১৭ জন, গাংনী ৭ জন এবং মুজিবনগরে ২ জন।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যায় জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্রে আরও জানা গেছে, নতুন প্রাপ্ত রিপোর্ট ৫৮ টি। তারমধ্যে ২৬ জন করোনা পজিটিভ। এনিয়ে বর্তমানে মেহেরপুর জেলায় করোনা পজেটিভ এর সংখ্যা ১৫২ জন। এর মধ্যে সদরে ৮৭ জন, গাংনীতে ৪৭ জন এবং মুজিবনগরে ১৮ জন।

আক্রান্তরা হলেন- মেহেরপুর হঠাৎ পাড়ার মুস্তাকিন (১৬), গোপালপুরের আসিব (২০), জজকোর্টের এইসএম কবির হোসেন (৪০), আমঝুপির ইনজামামুল হক (২৭), সদর হাসপাতালের সেলিম রেজা (৩৬), থানাপাড়ার রেশমা বেগম (৪৩), কাথুলি সড়কের আল মুহাইমিন (২৬), পৌর ঈদগাহ পাড়ার মজিরুল ইসলাম (৫৪), বাড়িবাঁকার রুমি (৩৫), কাঁসারী পাড়ার শাহিন খান (৩২), ভূমি অফিস পড়ার আব্দুস সালাম (৬২), স্টেডিয়াম পাড়ার ইমদাদুল হক (৪০), বোসপাড়ার অনিতা আক্তার (২৮), কাঁসারী পাড়ার নাজমা আলিম (৪৩), এনএসআই অফিস নিপেন্দ্র নাথ মাহতো (৩১), শুভরাজপুরের সাবিনা (২৩), গাংনী গাড়াডোবের সোহেল রানা (৩০), আহসান হাবিব (৫০), কল্যাণপুরের মনোয়ারা (৫০), ইউএইসসির কামরুন্নাহার (৪০), নাহিদা আক্তার (৪০), ডা, সাদিয়া সুলতানা (৩০), কাজিপুরের সেলিম রেজা (৩৭), মুজিবনগর দারিয়াপুরের ইশরাত তাজ রোদেলা (১৫)।

মেহেরপুরের চিকিৎসায় যুক্ত হলো সিটিস্ক্যান মেশিন

মেহেরপুরের বেসরকারি চিকিৎসা কেন্দ্র সনো ল্যাব যুক্ত করলো সিটি স্ক্যান মেশিন।

শুক্রবার সকালে সরকারি হাসপাতাল রোডে অবস্থিত সনো ল্যাবের নিজস্ব চিকিৎসা কেন্দ্রে স্থাপনের মাধ্যমে এই সিটি স্ক্যান মেশিনের উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুরে চিকিৎসা ক্ষেত্রে এই প্রথম সিটি স্ক্যান মেশিন স্থাপন হলো।

ডা. জে.পি আগরওয়ালা ও ডা. সম্পা আগরওয়ালা এই ডাক্তার দম্পতি অত্যান্ত স্বল্প পরিসরে বিশ্বকর্মা পূজা আর্চনার মাধ্যমে মেশিনটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা ঘোষণা করেন। করোনাকালীন সময়ের বিবেচনায় সকল ধরনের জমায়েত এড়ানোর জন্যই বড় কোন আনুষ্ঠানিকতা করতে না পারার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তারা।

সনো ল্যাবে বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ নিয়মিত রোগী দেখছেন। পরীক্ষার জন্য আরো যে সকল মেশিন ব্যবহার হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে কালার ড্রপলার, কালার আল্ট্রাসনো, ডিজিটাল এক্স-রে, হরমন এনালাইসিস, সেল কাউন্টার ও ইসিজি মেশিন। ডাক্তার দম্পতির ইচ্ছা মেহেরপুরের চিকিৎসা ক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ভাবনায় না থেকে সেবা করার মানুষিকতায় নিজেরা অবদান রাখতে চান।

দেশে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১৬ হাজারের বেশি, মৃত্যু ১৮

গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে আরো ১৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট প্রাণহানি হয়েছে ২৮ হাজার ২৫৬ জনের।

এ সময় নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে ১৬ হাজার ৩৩ জন। এখন পর্যন্ত মোট

শনাক্ত হয়েছে ১৭ লাখ ১৫ হাজার ৯৯৭ জন।

আজ মঙ্গলবার (২৫ জানুয়ারি) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শনাক্তের হার ৩২ দশমিক ৪০ শতাংশ।

গত বছরের জুলাইয়ে একদিনে ১৬ হাজার ২৩০ জন আক্রান্ত হয়েছিলেন।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জনসহ নতুন ১৪ জন করোনা আক্রান্ত

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, সিভিল সার্জন অফিসের মেডিকেল অফিসার উম্মে হুমায়রা আয়েশাসহ নতন ১৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এনিয়ে নতুন ধাপে জেলায় ৬৩ করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে এ তথ্য জানা গেছে ।

আজ মঙ্গলবার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল, মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৩২ জন এন্টিজেন টেস্টের নমুনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ১৪ জন পজিটিভ হয়েছে।

সিভিল সার্জন ডা. জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী জানান, তিনি সরকারি বাসভবনে আইসোলশনে রয়েছেন। তবে শারিরীকভাবে ভালো আছেন বলে জানিয়েছেন। একই সঙ্গে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

আক্রান্ত অন্যরা হলেন- মল্লিকপাড়ার মোখলেসুর রহমা (৪২), বোসপাড়ার কাজী আনিসুজ্জামান (৫৭), সদর থানার হাবিবুর রহমান (৩০), বাসস্ট্যান্ড পাড়ার রমজানুল কবির (৩৬), সিজেএম কোর্টের মনিরুল ইসলাম (৩২), উত্তর শালিকার মারিফুল ইসলাম (২০), স্টেডিয়াম পাড়ার শারমিন আক্তার (২৭), চকশ্যামনগরের লাইলা (৪০), ট্যাঙরামারির সামসুল হুদা (৬৫), মুজিবনগরের দারিয়াপুরের শফিউল ইসলাম, গাংনীর গাড়াডোবের জনি (২৭), গাংনীর আতাফত (২৬)।